জাহিদুল ইসলাম

কমপিউটারে সন্ত্রাস

কোন পণ্য উৎপাদন, ব্যবহার ও প্রসার লাভ-এ তিন অবস্থার মধ্যবর্তী সময়ের উপর ভিত্তি করে বলা যায় মানব জীবনে এর গুরুত্ব কতটুকু। এই বিচারের আলোকে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হল কমপিউটার। বর্তমান ইলেক্ট্রনিক বিপ্লবে কমপিউটার বিপ্লব এই পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। শুধু কিছু জানা বা বলার নয় বরং সাথে সাথে দেখে পর্যবেক্ষণ করে পরিচালনা করার জন্যও কমপিউটারের এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক দুষ্ট শ্রেণীর লোকেরা জন্ম দিয়েছে এক নতুন সন্ত্রাসবাদের যার নাম কমপিউটার সন্ত্রাস। ফলে, প্রযুক্তির অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু কমপিউটার দিনে দিনে আমাদের ভয়ের উৎস হয়ে উঠছে। একটি কমপিউটার কী-বোর্ড এবং সেটি ব্যবহার করার প্রযুক্তিগত বুদ্ধি থাকলেই যেকোন ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন সাইবার টেররিষ্ট বা কমপিউটার সন্ত্রাসী।

এই ধরনের সন্ত্রাসীরা কমপিউটারে সংরক্ষিত তথ্য চুরি করতে পারেন বা কোন বৃহৎ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (FBI) এর পরিচালক লুই ফ্রি মার্কিন সংসদের সিনেট কক্ষে সন্ত্রাসবাদের উপর এক শুনানিতে বলেন যে, "কমপিউটার সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য আমার সংস্থার নেই।" তিনি আরও জানান যে, কমপিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যে সন্ত্রাস ছড়ানো হয় তার মোকাবেলায় তাদের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ততটা হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেন্টপিটসবার্গের এক ব্যক্তি একটি ল্যাপটপ কমপিউটার এর সাহায্যে নিউইয়র্ক এর সিটি ব্যাংক এর কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে লক্ষ লক্ষ ডলার আত্মসাৎ করে। কিন্তু ব্যাংক এর নিরাপত্তা বিভাগ তা জানতেও পারেনি। এই সন্ত্রাস মোকাবেলা করার জন্য আমরা এখনও প্রস্তুত নই। এর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে। স্টটল্যান্ডের সেন্ট এন্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ব্রুস হফম্যান সন্ত্রাসবাদের উপর একজন বিশেষজ্ঞ। তার ধারণা কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এমনই যা সহজেই ক্ষতি করা যায়। তার মতে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নেয় যে সন্ত্রাসবাদ, তা আধুনিক সমাজের জটিলতারই পরিচায়ক। উন্নত প্রযুক্তির সন্ত্রাস বলতে একদিকে যেমন বুঝায় রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান বিধ্বংস ক্ষমতা অন্যদিকে তেমনি আবার বুঝায় কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। পৃথিবীতে বড় বড় শহরগুলোতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এখন কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কমপিউটারের সাহায্যে। এমনকি পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় কমপিউটার। তাই কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিকল করতে পারে যে সন্ত্রাসী– ক্ষতি করার ক্ষমতা তার অপরিসীম।

এটা মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের প্রধান শিল্প উন্নত দেশগুলো শুধু যে কমপিউটার সন্ত্রাস এর শিকার হতে পারে তা নয়। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হাতে আজ বেতার, টেলিভিশন ও টেলিফোন। এ ধরনের উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা কমপিউটারের উপর নির্ভরশীল। ভুল তথ্য প্রচার কমপিউটার সন্ত্রাসীদের একটি বড় অস্ত্র হতে পারে। যে সব দেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যাপক বিরোধী জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্য প্রচার করে গোলযোগ বাঁধিয়ে দেয়া যায়।

বিশ্বের যে যে অঞ্চলে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়ছে তার মধ্যে এ উপমহাদেশও রয়েছে। কিন্তু নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদ এখানে থাকলেও কমপিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে সন্ত্রাসবাদের সাথে উপমহাদেশবাসী এখনও তেমন পরিচিত নয়। উপমহাদেশ বা তৃতীয় বিশ্ব অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হওয়ার এটা একটা সাপে বর। কিন্তু কমপিউটার প্রযুক্তি যেভাবে উপমহাদেশে প্রসার লাভ করছে তাতে উপমহাদেশে অদূর ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না। এ সম্পর্কে কলকাতার টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক পথিক গুহ-এর মতে "কমপিউটারের প্রয়োগ এবং ব্যবহার বিজ্ঞানের অন্যান্য জিনিষের মত নয়। কমপিউটার প্রায় ভোগ্য পণ্যের মতই ব্যবহৃত হয়। ফলে বিজ্ঞানের অন্য প্রযুক্তি হতে এর ব্যবহার অব্দি যে দূরত্ব কমপিউটার এর ক্ষেত্রে তা নেই। তাছাড়া ইন্টারনেট আসার ফলে কমপিউটার এর নতুনতর প্রযুক্তি খুব তাড়াতাড়ি পশ্চিমা দুনিয়া থেকে পূর্বের দুনিয়ায় আসে। তাই এটা খুবই আশীর্বাদ স্বরূপ যে আমাদের এখানে এ সন্ত্রাস এখনও আসেনি। কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত দুই এক বছরের মধ্যেই এ সন্ত্রাস এখানে চলে আসতে পারে"।

এতকিছু জানার পর আমাদের মনে হতে পারে কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে সন্ত্রাস ছড়ানো হয় তার প্রতিকার কি নেই? এর সম্ভাব্য প্রতিকারের একটি উপায় হল কমপিউটারে যে তথ্য রাখা হয় তা এত জটিল করে রাখা যে একটি বিশেষ সংকেত জানা না থাকলে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা গতবছর ১,৬০,০০০ বার ভেঙ্গে প্রবেশ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন এতে এখনও ক্ষতি হয়নি। তবে, যে কোন সময় বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। ফেডারেশন অব আমেরিকান সাইনটিষ্ট-এর পরিচালক জন পাইকের মতে বর্তমানে যে ধরনের কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় সেগুলোতে নানা ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা থাকে। কমপিউটার বিজ্ঞানীরা কয়েক দশক ধরে নানাভাবে সরকারী হস্তক্ষেপেরই সফলভাবে বিরোধিতা করে আসছেন। তাই চট করে কোন সন্ত্রাসী কমপিউটার এর এই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় ধরনের কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আবার অন্যদিকে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সংস্থারা এত ব্যাপকভাবে কমপিউটারের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যে এদের কারো কারো কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থায় কড়া নিরাপত্তার আয়োজন থাকলেও অন্যদিকে আবার তেতটা নেই। এবং সেগুলো ভেঙ্গে কেউ না কেউ সহজেই কমপিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢুকতে পারবেই।

পশ্চিমা বিশ্ব যেখানে এই সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেনা সেখানে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা এখন প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এখন যদি অদূর ভবিষ্যতে কমপিউটার এর সাহায্যে সন্ত্রাস ছড়ানোর চেষ্টা করা হয় তখন কি হবে? এই ব্যাপারে পথিক গুহ বলেছেন যে, পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের একটি পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যে যেকোন প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সবাই সচেতন কিন্তু প্রাচ্যে এ ব্যাপারে একটু কম সচেতন। এখানে কেউ যদি এই ধরনের সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এই যে আক্রান্ত থেকে বিভ্রান্ত হওয়া এটার মধ্যে যে ব্যবস্থা তা পাশ্চাত্যে অন্য রকম। তারা আক্রান্ত হলে সহজে বিভ্রান্ত হবে না কারণ তাদের সংস্কৃতিটাই সে রকম। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অঞ্চলে কমপিউটারের মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়ানো শুরু হলে তা অতি শীঘ্রই মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, গত বছর টোকিওর ভূগর্ভের রাস্তায় নার্ভ গ্যাস এর আক্রমণ চালিয়েছিল যে ধর্মীয়গোষ্ঠী সেই ধরনের গোষ্ঠীরাই জনসাধারণে ত্রাসের সৃষ্টি করার জন্য কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মিলিশিয়া গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনেক আগেই এই উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখন ধীরে ধীরে কমপিউটার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। শুধু এফবিআই (FBI) নয়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (CIA)ও এই সন্ত্রাস নিয়ে উদ্বিগ্ন। সিআইএ-এর পরিচালক জন ডয়েসের মতে এই ধরনের সন্ত্রাস যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কমপিউটার সন্ত্রাসীদের ক্ষতি করার ক্ষমতা কমানোর এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করার কথা বলেছেন।
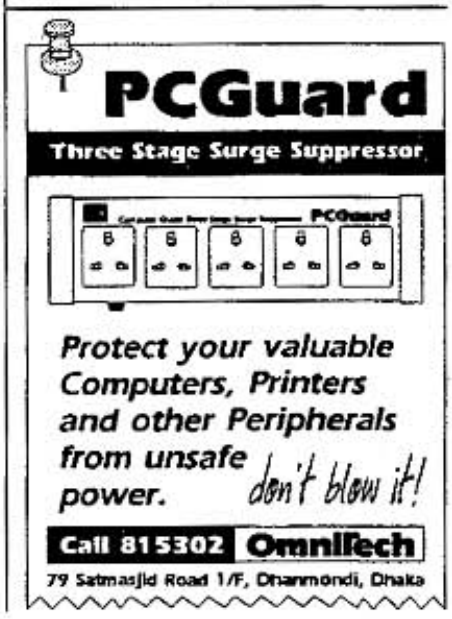
কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস যখন একটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা তখন এই ধরনের আশ্বাস অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। সারা পৃথিবীতে কমপিউটারের সাহায্যে বড় বড় শহরগুলোতে বিদ্যুৎ, পানি, পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢুকে ভুলভাবে তা চালানো হচ্ছে যে, বড় বাধের কমপিউটার চালিত দরজা হঠাৎ খুলে গিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ শিশুকে ভাসিয়ে নেয়ার মত ঘটনাও ঘটছে।